চৌকাঠ ১০

নিজেকে চিনতে পারলে ভিতরে এসো

বহু বছর আমি বিশ্বাস করতাম, গল্পের কাজ হল ব্যাখ্যা করা।

একটা ঘটনার ব্যাখ্যা।

একটা জীবনের ব্যাখ্যা।

একটা সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা।

একটা ভুলের ব্যাখ্যা।

বিশ্বাসটা স্বাভাবিক ছিল।

যখনই আমরা কোনও বই পড়ি, কোনও গল্প শুনি, কিংবা কোনও জীবনী দেখি, আমরা একটা উত্তর পাওয়ার আশা করি।

একটা নীতিকথা।

একটা উপসংহার।

একটা গোছানো মানে।

তারপর অন্যরকম কিছু আবিষ্কার করলাম।

সবচেয়ে জরুরি গল্পগুলো ব্যাখ্যা করে না।

চিনিয়ে দেয়।

কী ভাবতে হবে, তা বলে দেয় না।

চোখ তুলে বলতে বাধ্য করে:

"আমিও। "

সামান্য ব্যাপার।

তবু এতে সব বদলে যায়।

কারণ যে মুহূর্তে আমরা কোনও কিছুর মধ্যে নিজেকে চিনতে পারি, আমরা আর দর্শক থাকি না।

আমরা অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠি।

এই বই, এই চৌকাঠগুলো, এই দীর্ঘ পারাপার মুগ্ধতা তৈরির জন্য লেখা হয়নি।

মুগ্ধতা ভঙ্গুর।

বেশিদিন টেকে না।

দূরত্বের ওপর বেঁচে থাকে।

আমি অন্য কিছু চেয়েছিলাম।

আমি নৈকট্য চেয়েছিলাম।

নৈকট্য জন্মায় কেবল তখনই, যখন একজন মানুষ অন্যের গল্পের ভিতরে নিজের একটা টুকরো চিনতে পারে।

দেশ কোনও ব্যাপার নয়।

ভাষা কোনও ব্যাপার নয়।

ধর্ম কোনও ব্যাপার নয়।

পেশা কোনও ব্যাপার নয়।

যা ব্যাপার, তা হল চিনে ফেলা।

জীবনে আমি অনেক সীমান্ত পেরিয়েছি।

ভৌগোলিক।

পেশাগত।

ব্যক্তিগত।

আর প্রতিবারই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

মানুষ যতটা ভাবে, তার চেয়ে অনেক বেশি একরকম।

শব্দ বদলায়।

অভ্যাস বদলায়।

প্রথা বদলায়।

কিন্তু প্রশ্নগুলো অবিকল একই থাকে।

ভয়।

ভালোবাসা।

অনুপস্থিতি।

আশা।

দায়িত্ব।

ক্ষতি।

অর্থের খোঁজ।

এইজন্যই এক জায়গায় লেখা একটা গল্প পৃথিবীর উলটো দিকেও বোঝা যায়।

কোনও সংস্কৃতির কথা বলে বলে নয়।

মানুষের একটা অবস্থার কথা বলে বলে।

নিজের অভিজ্ঞতার টুকরোগুলো জোড়া লাগাতে শুরু করার সময় আমি কোনও সাগা ভাবিনি।

কোনও আখ্যানব্যবস্থা ভাবিনি।

এমনকি কোনও গন্তব্যও ভাবিনি।

আমি স্রেফ বোঝার চেষ্টা করছিলাম, কী থেকে গেছে।

কাজের পরে।

ভ্রমণের পরে।

পরীক্ষাগুলোর পরে।

যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের পরে।

বছরগুলোর পরে।

উত্তরটা এল ধীরে ধীরে।

ভেবেছিলাম যতটা, থেকে গেছে তার চেয়ে অনেক কম।

আর কল্পনা করেছিলাম যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি।

নীতিগুলো থেকে গিয়েছিল।

সম্পর্কগুলো।

শিক্ষাগুলো।

উপস্থিতিগুলো।

মেনে নেওয়া দায়িত্বগুলো।

রক্ষা করা আনুগত্যগুলো।

আর সবার ওপরে এমন কিছু থেকে গিয়েছিল, যাকে আমি সংজ্ঞায় ধরতে পারিনি।

একরকম সুতো।

আপাতভাবে দূরের অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে একটা অদৃশ্য যোগ।

সেই একই সুতো, যা হয়তো তোমার জীবনের সঙ্গেও ছিল।

কারণ প্রত্যেক অস্তিত্বের একটা গোপন বুনোট আছে।

প্রথমে আমরা সেটা দেখি না।

বেঁচে থাকতেই আমরা বড় বেশি ব্যস্ত।

ছুটতে।

প্রতিক্রিয়া দিতে।

গড়তে।

তারপর, একটা সময়ে, সময় আমাদের যথেষ্ট দূরত্ব দেয়।

আর অবশেষে আমরা নকশাটা দেখতে শুরু করি।

নিখুঁত নয়।

সরলরৈখিক নয়।

কিন্তু সত্যি।

হয়তো এইজন্যই আমরা গল্প বলি।

শেখানোর জন্য নয়।

চিনে নেওয়ার জন্য।

যা ছিল, তাকে চিনে নিতে।

যা টিকে আছে, তাকে।

যা পরের হাতে তুলে দেওয়ার যোগ্য, তাকে।

প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, বার্তাটা কী।

সত্যি হল, একটামাত্র বার্তা নেই।

প্রত্যেক পাঠক আলাদা দরজা দিয়ে ঢুকবে।

কেউ নিজেকে চিনবে বাবার মধ্যে।

কেউ ছেলের মধ্যে।

কেউ ক্ষতির মধ্যে।

কেউ পুনর্জন্মের মধ্যে।

কেউ যাত্রার মধ্যে।

কেউ অসুখের মধ্যে।

কেউ সহনশক্তির মধ্যে।

কেউ ভালোবাসার মধ্যে।

গল্প একটাই।

ঢোকার পথ বদলায়।

আর তাতে কোনও অসুবিধে নেই।

কারণ কোনও আখ্যান পুরোপুরি তার নয়, যে সেটা লেখে।

যে মুহূর্তে সেটা পড়া হয়, সেটা তারও, যে তার ভিতর দিয়ে যায়।

এই রূপান্তরকে সম্মান করতে শিখেছি।

নিয়ন্ত্রণ করতে নয়।

পরিচালনা করতে নয়।

ঘটতে দিতে।

শেষমেশ প্রত্যেক পাঠক তার সামনে থাকা বইটা নতুন করে লেখে।

নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে।

নিজের ক্ষত দিয়ে।

নিজের স্মৃতি দিয়ে।

এইজন্যই চূড়ান্ত কোনও পাঠ নেই।

হাজারটা সম্ভাব্য পাঠ আছে।

সবগুলোই বৈধ।

সবগুলোই খাঁটি।

সবগুলোই মানবিক।

এতদূর আসার পর, এতগুলো চৌকাঠ পেরিয়ে, কাউকে বোঝানোর দরকার আর বোধ করি না।

আমার প্রমাণ করার কিছু নেই।

আমাকে অনুমোদন খুঁজতে হয় না।

আমাকে কোনও স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে হয় না।

আরও সহজ একটা সম্ভাবনাই আমার জন্য যথেষ্ট।

কেউ একজন এই পাতাগুলো পড়তে পড়তে একটা স্পর্শবিন্দু খুঁজে পাক।

একটা চিনে ফেলা।

একটা প্রতিধ্বনি।

একটা বাক্য।

একটা অংশ।

একটা নীরবতা।

এমন কিছু, যা তাকে ভাবায়:

"আমি একাই নই। "

হয়তো বলার যোগ্য প্রতিটি আখ্যানের আসল কাজ এটাই।

মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব কমানো।

যদি কয়েক মিনিটের জন্যও হয়।

যদি কয়েক পাতার জন্যও হয়।

যদি একটামাত্র চৌকাঠের জন্যও হয়।

কারণ পথের শেষে, যখন পদবি গুরুত্ব হারায়, যখন পরিসংখ্যান ধুলো হয়ে যায়, আর যখন সময় নিজের কাজ শুরু করে, তখন একটামাত্র প্রশ্ন থেকে যায়।

কাকে তুমি মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলে, তা নয়।

কাকে অনুসরণ করেছিলে, তা নয়।

কাকে অনুকরণ করেছিলে, তা নয়।

বরং কার মধ্যে নিজেকে চিনেছিলে।

আর এইজন্যই এই চৌকাঠটা আছে।

উপসংহার হিসেবে নয়।

আমন্ত্রণ হিসেবে নয়।

নির্দেশ হিসেবে নয়।

বরং একটা সম্ভাবনা হিসেবে।

এই পাতাগুলোয় যদি নিজের কিছু পেয়ে থাকো, তবে দরজা এমনিতেই খোলা।

অনুমতি চাইতে হবে না।

কিছু প্রমাণ করতে হবে না।

শুধু পেরোতে হবে।

নিজেকে চিনতে পারলে ভিতরে এসো।